দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেষ হলো ইউকে এডুকেশন এক্সিবিশন

শফিকুল ইসলাম সবুজ

'Achieve your goals' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১১তম Uk-Education Exhibition 2009. রাজধানীর হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে গত ৮ ও ৯ মার্চ এবং চট্টগ্রামের হোটেল পেনিনসুলায় ১১ মার্চ এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ কাউন্সিল আয়োজিত এই মেলায় বৃটেনের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অংশগ্রহণ করে। মেলায় বৃটেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিদের সাথে সে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সরাসরি তথ্য জানার এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানতে পারে ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ভিসা পদ্ধতি, টিউশন ফিসহ যাবতীয় তথ্য। সাথে সাথে কোন

BRITISH COUNCIL

এজিন্সির মাধ্যমে প্রতারিত না হওয়ার দিকনির্দেশনাও তারা পায় মেলা থেকে। সম্প্রতি প্রবর্তিত নতুন ব্রিটিশ ভিসা পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন- এমনই অভিমত মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের। মেলার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: দীপু মনি তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্রিটেনের স্টাইল অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশী নতুন প্রজন্ম ব্রিটেনে উচ্চ শিক্ষা নিতে অপেক্ষাকৃত বেশী আগ্রহী। এ জন্য তিনি ব্রিটেনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ভিসা পদ্ধতি আরো সহজ করার দাবী জানান। যাতে মধ্যবিত্ত বাংলাদেশী মেধাবীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারসিস ক্যাম্পাস বাড়ানোর আহবান জানান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্টিফেন ইভান্স, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের পরিচালক চার্লস নাটলে এবং এডুকেশন সোসাইটির ম্যানেজার পাইকাহ ওয়ালী খান বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্টিফেন ইভান্স বলেন, মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে নতুন ভিসা পদ্ধতি চালু হবে, ব্রিটেনে পার্টটাইম জবের ভাল সুবিধা আছে। এছড়াও তিনি বলেন, হাইকমিশন আরো বেশি সংখ্যক বাংলাদেশীদের ব্রিটেনে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

নতুন ভিসা পদ্ধতি

ব্রিটেনে ভর্তি ও ভিসার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম করা হয়েছে। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নতুন পদ্ধতি চালু হবে। এ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে পয়েন্ট পদ্ধতি। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী ব্রিটেনের কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার পেলে তার পয়েন্ট ধরা হবে ৩০। অফার লেটার প্রাপ্তির জন্য আইইএলটিএস পয়েন্টসহ সবক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শর্তই প্রাধান্য পাবে। অফার লেটার পাওয়ার পর ব্রিটিশ হাইকমিশনের ভিসার জন্য আবেদন করলে বাকি ১০ পয়েন্টের জন্য এক বছরের টিউশন ফি ও থাকা খাওয়ার খরচ নিজের অথবা অন্য কারো সাথে যৌথ একাউন্টে জমা থাকতে হবে। থাকা খাওয়া খরচের ক্ষেত্রে লন্ডনে মাসিক আটশ' পাউন্ড ও বাইরের শহরগুলোতে ছয়শ' পাউন্ড লাগবে বলে হাইকমিশন সূত্র জানায়। আর টিউশন ফি স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নির্ধারণ করবে।